ভোরের কাগজ

তারিখ ... 12 DEC 1998
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৪

বদরুন্নেসা কলেজের সুবর্ণজয়ন্তী অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী

সন্ত্রাস সমাজে এবং শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে কোনো কল্যাণ বয়ে আনতে পারে না

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষার অনুকূল ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় এবং একে সন্ত্রাসমুক্ত রাখতে সহায়তার জন্য ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক ও অভিভাবকদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি গতকাল শুক্রবার সরকারি বদরুন্নেসা কলেজের ৫০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে ভাষণ দিচ্ছিলেন। বাসস, ইউএনবি।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, সন্ত্রাস সমাজে এবং দেশে শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে কোনো কল্যাণ বয়ে আনতে পারে না।

শেখ হাসিনা ৬০-এর দশকে এই কলেজের ছাত্রী ছিলেন এবং সরকার প্রধান হওয়ার পর তিনি প্রথমবারের মতো এই কলেজে আসেন। অনুষ্ঠানস্থলে পৌঁছলে তাঁর বেশ কয়েকজন কলেজ-বান্ধবী তাঁকে স্বাগত জানান। মনোরমভাবে সজ্জিত মঞ্চের দিকে যাওয়ার পথে তিনি তাদের সঙ্গে সংক্ষিপ্ত আলাপও করেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, সন্ত্রাসের রাজনীতি বেশি দিন টিকতে পারে না এবং তা জনগণের জন্য কল্যাণ বয়ে আনে না। তিনি বলেন, রাজনীতির উদ্দেশ্য হবে জনগণের কল্যাণ সাধন। তাহলেই তা দীর্ঘদিন টিকে থাকবে। শেখ হাসিনা বলেন, তাঁর দল সুস্থ রাজনৈতিক পরিবেশ ফিরিয়ে এনেছে। এখন জনগণের কল্যাণ অর্জনের জন্য শিক্ষিত লোকের প্রয়োজন। শিক্ষা বিস্তারের প্রয়োজনের ওপর গুরুত্বারোপ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, কেবল একটি শিক্ষিত সমাজই জাতিকে সঠিক দিকনির্দেশনা দিতে পারে। তিনি বলেন, উপযুক্ত ও সুস্থ পরিবেশ ফিরিয়ে আনার মাধ্যমে সততা ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা সম্ভব। শেখ হাসিনা বলেন, স্কুলে যাওয়ার বয়সী ছেলেমেয়েদের সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে সরকার রাজধানীতে আরো ১০টি স্কুল প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এ উদ্দেশ্যে জমির ব্যবস্থা করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে ইতিমধ্যেই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কলেজের সুবর্ণ জয়ন্তী অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে শিক্ষামন্ত্রী এ এস এইচ কে সাদেক, কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপিকা নিলুফার হুদা ও উপাধ্যক্ষ খুরশীদ জাহান এবং উদযাপন কমিটির সেক্রেটারি অধ্যাপিকা ফাহিমা খাতুন বক্তব্য রাখেন। শেখ হাসিনা বলেন, এই কলেজ থেকেই তিনি ছাত্রী হিসেবে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড শুরু করেন এবং পরে ছাত্রী সংসদের সহসভানেত্রী নির্বাচিত হন। এখানে গাছের নিচে দাঁড়িয়ে বিভিন্ন দাবিতে তিনি অনেক বক্তৃতা দিয়েছেন।

শেখ হাসিনা তার ভ্রাতৃবধূ শহীদ সুলতানা কামালের কথা স্মরণ করে বলেন, এই কলেজের পাশে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে সুলতানা কামালের নামে এর নামকরণ করা হবে। সুলতানা কামালও এই কলেজের ছাত্রী ছিলেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, তাঁর সরকার প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ পদসমূহে মহিলাদের অন্তর্ভুক্ত করার পদক্ষেপ নিয়েছে। তিনি বলেন, ইতিমধ্যে দুজন মহিলা পুলিশ সুপার এবং একজন মহিলা কূটনীতিক নিয়োগ করা হয়েছে। শিগগিরই আরো ২ জন মহিলা কূটনীতিক নিয়োগ করা হবে। শেখ হাসিনা অধ্যাপিকা বদরুন্নেসা বেগমের কথাও স্মরণ করেন। বেগম বদরুন্নেসা বঙ্গবন্ধুর মন্ত্রিসভায় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ছিলেন। তিনি বলেন, বদরুন্নেসা কলেজের এক গৌরবময় অতীত রয়েছে এবং রাজনৈতিক আন্দোলনেও এই কলেজ সক্রিয় ভূমিকা রেখেছে। তিনি নারী সমাজকে জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে উপযুক্ত নাগরিক হওয়ার এবং সমাজে তাদের উপযুক্ত অধিকার প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, অধিকার কেউ হাতে তুলে দেবে না, নিজেদেরকেই অর্জন করতে হবে। শেখ হাসিনা বলেন, মহিলারা নির্যাতন ও নিপীড়নের শিকার, কেননা তারা তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য লড়াই করতে পারেনি। প্রধানমন্ত্রী বলেন, শোষণ ও দারিদ্র্যমুক্ত সুখী ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তোলাই তার রাজনীতির প্রধান লক্ষ্য। তার সকল কর্মকাণ্ড সাধারণ মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত। শেখ হাসিনা বলেন, তিনি সবকিছু হারিয়েছেন এবং রাজনীতি থেকে তার পাওয়ার কিছুই নেই। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে সচিব, ভাইস চ্যান্সেলর এবং কলেজের সাবেক ছাত্রীরা উপস্থিত ছিলেন। পরে প্রধানমন্ত্রী কলেজের সাবেক ও বর্তমান ছাত্রীদের সঙ্গে এক চা চক্রে মিলিত হন এবং তাঁর বান্ধবীদের কুশলাদি বিনিময় করেন। তিনি কলেজের ছাত্রীদের সঙ্গে একটি মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও উপভোগ করেন।